

রমাযানের প্রস্তুতিঃ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . صَدَقَ اللَّهُ
الْعَظِيمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ শা'বান
মাসের ২৬ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। আর ৩/৪ দিন
পর আসছে পবিত্র রমাযান মাস। যে মাসকে
পাওয়ার জন্যে আল্লাহর নেক বান্দারা অপেক্ষায়
থাকেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রজব মাসের চাঁদ দেখলে আল্লাহ তায়ালার কাছে
রমাযান মাস পাওয়ার জন্যে দুআ করতেন।

মুসনাদে বযযারের ৬৪৯৬ নম্বর হাদীসে
হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেছেনঃ রজব মাস আসলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুআ'টি পড়তেন,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

"ইয়া আল্লাহ্ ! আমাদের জন্য রজব ও শা'বান
মাসে বরকত দান

করুন এবং আমাদেরকে রমাযান মাসে পৌঁছে
দেন। " অর্থাৎ, আপনি আমাদেরকে রজব মাস
পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, সুতরাং আমাদের আয়ু
এতটা বাড়িয়ে দিন যে, আমরা যেন রমাযান
মাসটাও পেয়ে যায়।

লক্ষ্য করুন, রমাযান মাস আসার দু'মাস
আগে থেকেই নবীজি রমাযান মাসের আগ্রহ
প্রকাশ করছেন এবং আল্লাহর কাছে দুআ

করছেন, যেন রমাযান মাস পাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু না হয়।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নেক কাজের জন্য দীর্ঘ জীবনের কামনা করা পছন্দনীয়। সুনানে তিরমিযীর ২৩৩০ নম্বর হাদীসে হযরত আবু বাকুরা (রযি)থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, ইয়া রসূলুল্লাহ ! কোন লোকটি বেশি ভাল? উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ

مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ

"যার আয়ু দীর্ঘ হবে এবং আমল উত্তম হবে।"
লোকটি আবার জিজ্ঞেস করে, মন্দ ব্যক্তি কে?
উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ

مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ

“যার আয়ু দীর্ঘ হবে এবং আমল খারাপ হবে।”

বোঝা গেল, নেক আমল সহ দীর্ঘ আয়ু লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নেক আমল সহ দীর্ঘ জীবন দান করুন, আমীন।

ভাই সকল ! আগামী রমাযান মাস আমরা কিভাবে অতিবাহিত করব, তার জন্য এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। যাতে রমাযানের বেশির ভাগ সময় ইবাদতে অতিবাহিত হয়। আর কোন সময় নষ্ট না হয়।

আমাদের জান ও মাল বিক্রয় হয়ে গেছেঃ

সূরা তওবার ১১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

“আল্লাহ তায়ালা মু’মিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। ” আমাদের জান ও মাল জান্নাতের পরিবর্তে বিক্রয় হয়ে গেছে। যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জান ও মাল ক্রয় করেছেন, তিনি যদি আমাদেরকে এ আদেশ দিতেন যে, তোমরা কেবল এই পরিমাণ দুনিয়া সংগ্রহ করতে পার, যা দ্বারা কোন রকম ভাবে বেঁচে থাকা যায়, প্রয়োজনের বেশি কোন কিছু হাসিল করা যাবে না। সব সময় আমার

ইবাদত-উপাসনায় মসগুল থাকতে হবে, তবে তা আমাদের প্রতি যুলুম হত না।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সে আদেশ দেন নি। তিনি আমাদের জ্ঞান ও মাল আমাদের ফেরত দিয়েছেন। কেবল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ দিয়েছেন। আর রমাযান মাসের রোযা ফরয করেছেন। আর মালদারের উপর যাকাত ও হজ্জ ফরয করেছেন। বাকি সময়গুলো আমরা দুনিয়াবী কাজে ব্যয় করতে পারি। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার কারবার; চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে মসগুল হয়ে তার জীবনের মূল উদ্দেশ্যকে ভুলে যায়।

আল্লাহ তায়ালা তার জান-মাল কেন কিনেছেন,
কি তার করণীয়, এব্যাপারে উদাসীন থাকে।

রমাযান মাস মানুষকে আল্লাহর নিকটতম
করে দেয়ঃ

আমাদের জান-মাল আল্লাহ তায়ালা ক্রয়
করে সীমিত কিছু ইবাদত ফরয করেছেন এবং
দুনায়াবী কাজ-কর্ম করার অনুমতি দিয়েছেন।
তবে ইবাদত ও দুনিয়াবী কাজ-কর্ম, এ দুটি
বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট আছে। ইবাদতের
বৈশিষ্ট এই যে, ইবাদত মানুষকে আল্লাহর সাথে
সম্পর্ক করে দেয়, ইবাদতকারী আল্লাহর
নিকটতম হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে, দুনিয়াবী কাজ মানুষকে গোনাহের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহর থেকে দূর করে দেয়। সুতরাং, মানুষ যখন বছরের ১১ টি মাস বেশির ভাগ সময় দুনিয়ার কাজে অতিবাহিত করে, তখন আন্তে আন্তে তার মনে দুনিয়ার মহব্বত ছেয়ে যায়। আর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়।

তাই আল্লাহ তায়ালা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তিনি বছরে একটি মাস বান্দাদের দিয়েছেন, যাতে ১১ টি মাস দুনিয়াবী কাজে বেশি মশগুল হওয়ার কারণে মনের মধ্যে যে দুনিয়ার মহব্বত জায়গা নিয়েছিল তা দূর হয় এবং

পরকালের জন্য প্রস্তুতির আগ্রহ বাড়ে, মনের মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় স্থান পায় সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা রমাযানের মুবারক মাস আমাদেরকে দিয়েছেন ও রোযা ফরয করেছেন। এসব বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। ” ১১টি মাস আমাদের ঈমান ও তাকওয়ার মধ্যে যে দুর্বলতা এসেছিল,

রমাযানের রোযা দ্বারা তা শক্তিশালী করতে হবে।

শ্রোতামণ্ডলী ! রমাযান মাসে আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি একটি বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, এ মাসে শয়তানদেরকে বেধে রাখা হয়। যাতে তারা লোকদেরকে ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। আর নেক কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়াবার জন্যে প্রত্যেক নেক কাজের সাওওয়াব সাতশত গুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যাতে মানুষ বেশি বেশি ইবাদত করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারে।

যাইহোক, রমাযান মাসের দাবি এই যে, ১১টি মাস আমরা যেভাবে দুনিয়াবী কাজে সময় লাগিয়ে থাকি, এ মাসে ইবাদতে সময় লাগাতে

হবে। দুনিয়াবী কাজ যতটা সম্ভব কম করতে হবে। আর যখন আমরা কোন দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত থাকবো, তখন আমাদের জবান দ্বারা যিকির-আযকার করতে থাকবো।

রমাযানে শেষ দশকে ই'তিকাফ করাঃ

সুধীবৃন্দ ! রমাযান মাসের একটি বিশেষ ইবাদত হল ই'তিকাফ করা। যা রমাযানের শেষ দশকে করা হয়।

মদীনায় হিজরতের পর থেকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন। সহীহ বুখরীর ২০২৬ নম্বর হাদীসে হযরত আইশা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى

“রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি বছর রমাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।”

সুনানে আবু দাউদের ২৪৬৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। এক বছর তিনি (সফরের) কারণে ইতিকাফ করতে পারেন নি। তাই পরের বছর ২০ দিন ইতিকাফ করেছিলেন।

ইতিকাফের ফযীলতঃ

মনে রাখবেন, ইতিকাফকারীর সব সময়গুলো ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। তাই সে

ঘুমিয়ে থাক বা আরাম করুক। আর যত সময় সে
ইবাদতে মশগুল থাকবে, তার সাওয়াব বহুগুণ

বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

মুস্তাদরাক হাকিমের ৭৭০৬ নম্বর হাদীসে
হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে,
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য
একদিন ই'তিকাফ করবে, আল্লাহ তায়ালা সেই
ব্যক্তির ও জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক দূরত্ব
করে দেন। " আর এক খন্দকের দূরত্ব পৃথিবীর
এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের চেয়েও বেশি।

রমযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ সুনাত
মাআক্কাদা কেফায়া।

যেহেতু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর থেকে প্রতি বছর ইতিকাফ করেছিলেন, এক বছর সফরের কারণে ইতিকাফ করা হয় নি বলে পরের বছর ২০ দিন ইতিকাফ করেছেন। তাই ফুকাহায়ে কেলাম বলেছেনঃ রমাযান মাসের শেষ দশকের ইতিকাফ, (অর্থাৎ, ২০ রমাযানের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় থেকে ঈদের চাঁদ দেখা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা) সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়াহ। অর্থাৎ, গ্রাম বা মহল্লার একজন যদি ইতিকাফ করে, তবে সকলেই সুন্নাতে মুআক্কাদা পরিত্যাগ করার গোনাহ থেকে রেহাই পাবে। আর যদি একজনও ইতিকাফ না করে, তবে

সকলেই সূন্নাতে মুআক্কাদা পরিত্যাগ করার
গোনাই গোহাগার হবে।

ইতিকাফের এত ফযীলত ও গুরুত্ব থাকা
সত্ত্বেও বহু গ্রাম ও মহল্লা এমন আছে, যেখানে
ইতিকাফ করার লোক পাওয়া যায় না। আবার
কোন কোন জায়গায় তো টাকা-পয়সা দিয়ে
কাউকে ইতিকাফে রাখা হয়। মনে রাখবেন,
এভাবে ইতিকাফ হয় না। দরকার তো এটাই ছিল
যে, এমন ফযীলতপূর্ণ ইবাদতে বহু মানুষ শরীক
হবে, কিন্তু দেখা যায় যে, কোন মসজিদে যদি
ইতিকাফ করার একজন হয়ে যায়, তবে আর
কেউ ইতিকাফ করার কথা
মনেই করে না!

আমরা একটু ভেবে দেখি, কত মানুষ এমন আছে, যারা বহু টাকা খরচ করে এক সপ্তাহ বা দশ কুড়ি দিনের জন্য বেড়াতে যায়। আবার অনেকে অসুস্থ হয়ে দিনের পর দিন হাসপাতালে শুয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং জান্নাত লাভের আশায় ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর ঘরে দশ দিন ই'তিকাফ করা আমাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়।

শেষ দশকে ই'তিকাফকারী শবে কদরের ফযীলত পেয়ে যায়ঃ

আমরা জানি, শবে কদরে ই'তিকাফ করলে এক হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। আর শবে কদর রমাযানের শেষ

দশকের কোন এক বিজোড় রাতে হয়। যেহেতু ই'তিকারকারীর সম্পূর্ণ সময়টা ইবাদতের মধ্যেই গণ্য হয়, তাই ই'তিকারকারী নিশ্চিত ভাবে শবে কদরের সাওয়াব পেয়ে যায়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ই'তিকারের একটি উদ্দেশ্য শবে কদরের ফযীলত হাসিল করাও ছিল।

সহীহ মুসলিমের ১১৬৭ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবু সাঈদ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযানের প্রথম দশকে ই'তিকার করেন, তারপর দ্বিতীয় দশকে ই'তিকার করেন, অতঃপর তিনি বলেছিলেনঃ "আমি শবে কদরের সন্ধ্যানে প্রথম ও দ্বিতীয়

দশকে ইতিকাফ করেছিলাম। যারা আমার সাথে ইতিকাফে ছিলে তারা শেষ দশক ইতিকাফ করে শবে কদর সন্ধান করুক। কেননা আমাকে বলা হয়েছে, শবে কদর শেষ দশকের মধ্যে আছে। ”

যাইহোক, রমাযান মাস আগত। যাতে সেই মাসের কোন সময় বেকার না যায়। সে জন্যে আমরা আগে থেকেই জন্য প্রস্তুত থাকি। আর এখন থেকেই ইতিকাফের নিয়ত করে প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে রমাযানের হক আদায় করার তাওফীক দান করেন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

وأخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ